শ্রমিকদের অর্থনৈতিক ও জীবনমান উন্নয়নে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করছে সরকার



প্রেস রিলিজ, আগর তলা, ৯ গিয়ে একথা বলেন মখ্যমন্ত্রী বিপ্লব অক্টোবর।। শ্রমিক ও কৃষকদের মিছিলে ব্যস্ত রাখার বদলে রাজ্যে কাজের অনুকূল পরিবেশ তৈরির মাধ্যমে রোজগারের সুযোগ সৃষ্টিতে গুরুত্ব দিয়েছে সরকার। অর্থনৈতিক মানোন্নয়নের মাধ্যমে তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির প্রতি সরকার আন্তরিক। আসন্ন শারদীয়া দুর্গোৎসবকে সামনে রেখে শনিবার আগরতলা বটতলা এলাকায় এক বস্ত্রদান কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখতে অন্তিম ব্যক্তির আর্থ-সামাজিক

খোঁজ নিলেন

বিধায়ক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

বিলোনিয়া, ৯ অক্টোবর।।

এমনিতেই নিজ বিধানসভা কেন্দ্রে বাম বিধায়কদের আসা-যাওয়া করাটা

অনেকটাই বিপজ্জনক হয়ে

দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে দক্ষিণ

জেলায় বাম বিধায়করা বিভিন্ন সময়

দলীয় কর্মসূচি সংগঠিত করতে গিয়ে

আক্রমণের শিকার হয়েছেন।

এমনকী রাজ্যের বিরোধী দলনেতাও

দক্ষিণ জেলাতেই আক্রমণের মুখে

পড়েন। বিলোনিয়া মহকুমার রাজনগর বিধানসভা কেন্দ্রের

বিধায়ক সুধন দাস নিজ কেন্দ্রে

রক্তাক্তও হয়েছেন। তবে এইসব

হামলার পরও তার নিজ কেন্দ্রে যাওয়া বন্ধ হয়নি। বরং তিনি দলীয়

কর্মসূচির ফাঁকে এলাকাবাসীর খোঁজ খবর নিতে ছুটে যাচ্ছেন। শনিবার

ফের বিধায়ক সুধন দাস দুর্গাপুর

এলাকায় যান নাগরিকদের খোঁজ

খবর নিতে। অনেকের সাথেই তিনি

দেখা করে কুশল বিমিনয় করেছেন।

পাশাপাশি তাদের সুখ-দুঃখের কথা

শুনেন। দুর্গাপুরের বাসিন্দা নৃপেন

দাস, সন্তোষ মালাকার, কৃষ্ণ কিশোর

দাস, শান্তিরঞ্জন দাস-সহ আরও

অনেকের বাড়িতে যান বাম বিধায়ক।

তার সাথে ছিলেন দুর্গাপুর অঞ্চলের

বাম নেতা বিপুল দাস। কিছুদিন

আগে ভাতিসা কলোনির বাসিন্দা

মিলতি ত্রিপুরা প্রয়াত হয়েছেন। সুধন

দাস প্রয়াতের বাড়িতে গিয়ে

পরিজনদের সাথে কথা বলেন এবং

সমবেদনা জানান। এছাডা ওই

এলাকার রবীন্দ্র ত্রিপুরার সাথে দেখা

করেন তিনি। রবীন্দ্রবাব অসুস্থ। তাই

তার শারীরিক অবস্থার খোঁজ

নিয়েছেন বিধায়ক। অনেকেই

বলছেন সরকারে না থাকলেও

জনগণের সুখ-দুঃখের সাথী হতে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

বিশালগড়, ৯ অক্টোবর।। গ্রামীণ

এলাকার রাস্তাঘাটগুলির বেহাল

অবস্থার কারণে মানুষের স্বাভাবিক

জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে। ঠিক

এমনই একটি ভয়ঙ্কর রূপ নেওয়া

রাস্তার চিত্র উঠে আসলো

গোলাঘাঁটি বিধানসভা কেন্দ্রের

কাঞ্চনমালা গ্রাম পঞ্চায়েতের

কাঞ্চনমালা এসবি স্কুল থেকে।

মুসলিমপাড়া হয়ে রানিরখামার

যাবার মূল রাস্তা এটি। এই রাস্তাটি

দীর্ঘ অনেক বছর ধরে ভয়ঙ্কর রূপ

ধারণ করে আছে। এলাকাবাসীরা

চলাচলে অযোগ্য রাস্তা

চেয়েছেন বাম বিধায়ক।

কমার দেব। অনষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার শ্রমিকদের অর্থনৈতিক ও জীবনমান উন্নয়নে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করছে। ভূমিহীন বর্গাদার কৃষকদের স্বার্থে ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার।এর ফলে বিভিন্ন প্রকল্পের সহায়তায় ভূমিহীন ও প্রকৃত কৃষকরা রোজগারের নতুন দিশা খুঁজে পেয়েছেন। সমাজের মানোন্নয়নে রাজ্যে একাধিক পরিকল্পনা রূপায়িত হচ্ছে। দলীয় সংকীর্ণতার ঊধের্ব উঠে প্রকৃত সবিধাভোগী পর্যন্ত সমস্ত প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা পৌছে যাচ্ছে। এরই ফলশ্রুতিতে বেড়েছে মাথাপিছু রোজগার। বর্তমানে চাঁদা জুলুম থেকে রেহাই পেয়েছেন শ্রমিকরা। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, বিগত দিনে বিভিন্ন কারণে শ্রমিকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি উপেক্ষিত ছিলো। তাদেরকে মিছিল মিটিং

রোজগার সূজনের লক্ষ্যে বিভিন্ন ইতিবাচক পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যের সমস্ত ক্ষেত্রেই উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা, ট্রাফিক ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ, উন্নত নিকাশি সড়ক সহ আধুনিকতা এসেছে নগর পরিষেবায়। এই ধরনের আয়োজনের জন্য উদ্যোক্তাদের প্রশংসা করে কোভিড আচরণবিধি মেনে শারদোৎসবের আনন্দ উপভোগ করতে সবার প্রতি আহ্বান রাখেন মুখ্যমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ত্রিপুরা সড়ক পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান দীপক মজুমদার বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে ত্রিপুরা উন্নয়নের পথে দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে চলেছে। উন্নয়নের নিরিখে প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই পরিবর্তন এসেছে রাজ্যে। কোভিড পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকারের সঠিক ব্যবস্থাপনায় একজন শ্রমিককেও অনাহারে থাকতে হয়নি। কোভিড অতিমারি আচরণবিধিগত কারণে শ্রমিকরা যখন বাড়িতে তখন যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে সরকার। বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে গৃহপরিচারিকা, মহিলা নির্মাণ শ্রমিক, এএমসি-র সাফাই কমী সহ অর্থনৈতিকভাবে অস্বচ্ছল এমন মহিলাদের বস্ত্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সমাজকর্মী আন্দোলনে ব্যস্ত করে রাখা হতো। বিপ্লব কর সহ অন্যান্যরা।

কিন্তু বর্তমানে কেন্দ্র ও রাজ্য

সরকারের বিভিন্ন সহায়তা পাচ্ছেন

কৃষক এবং শ্রমিকরা। তাদের

রাজ্যপালের শুভেচ্ছা



প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ৯ অক্টোবর।। দূর্গাপূজা উপলক্ষে রাজ্যপাল সত্যদেও নারাইন আর্য রাজ্যবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। আগামী দিনগুলি রাজ্যবাসীর সুখ ও শান্তিতে কাটবে বলে আশা প্রকাশ করে রাজ্যপাল বলেন, দুর্গাপুজা অশুভ শক্তির উপর শুভ শক্তির জয় এবং আশা ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকে। এই উৎসব ঐক্যের বাতাবরণকে আরও সমৃদ্ধ এবং সমস্ত অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইকে আরও জোরদার করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। শক্তির দেবী মা দুর্গা ধর্মের পথে আমাদের নিয়ে যাবেন এবং সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির আশীর্বাদ করবেন বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। কোভিড - ১৯ অতিমারির পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে উৎসবের আনন্দ উপভোগ করতে তিনি সবার প্রতি অনুরোধ জানান।

সভায় উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অরুণ

চন্দ্র ভৌমিক, বিধায়ক শংকর রায়, ডি

ডব্লিউ এস দফতরের সচিব কিরণ

গিত্যে, দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের

সভাধিপতি কাকলি দাস দত্ত,

জেলাশাসক ও সমাহর্তা সাজু ওয়াহিদ এ। তাছাডাও জেলার ৮ ব্লকের

পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যানগণ.

বিডিও, ডি ডব্লিউ এস দফতরের জেলা

ও মহকুমা স্তরের আধিকারিকগণ

৭১ শতাংশ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আগরতলা, ৯ অক্টোবর ।। করোনা

সংক্রমণের হার পুজোর আগে

আবারও বাড়লো।শনিবার সংক্রমণের

হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে .৭১ শতাংশে।

সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত ১০জন পশ্চিম

জেলায়। স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে,

শনিবার ২৪ ঘণ্টায় ১ হাজার ৯৮৩

জনের সোয়াব পরীক্ষা হয়েছে। তাদের

মধ্যে ২৭৭ জনের আরটিপিসিআর

পদ্ধতিতে পরীক্ষা হয়েছে। বাকী ১

হাজার ৭০৬ জনের অ্যান্টিজেন টেস্ট

হয়েছে। অ্যান্টিজেনে ৮জন পজিটিভ

শনাক্ত হয়েছেন। আরটিপিসিআরে

পজিটিভ শনাক্ত হন ৬জন। ২৪

ঘণ্টায় করোনামুক্ত হয়েছেন ২১জন।

তবে এদিন নতুন করে মৃত্যুর খবর

নেই। শনিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত রাজ্যে

১১৫জন আক্রান্ত রোগী চিকিৎসাধীন

অবস্থায় ছিলেন। এখন পর্যন্ত করোনা

সংক্রমিত ৮১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে

রাজ্যে। এদিকে দেশে ২৪ ঘণ্টায়

আরও ১৯ হাজার ৭৪০জন

পজিটিভ রোগী শনাক্ত হন। এই

সময়ে মারা গেছেন ২৪৮জন।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান বিচারপতি হয়ে রাজ্যে

পশ্চিমবঙ্গ, রাজস্থান, গুজরাট,

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি. **আগরতলা, ৯ অক্টোবর** ।। ত্রিপরা উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি-সহ ৫ রাজ্যের উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি বদলি হলেন। ৮টি রাজ্য নতুন করে প্রধান বিচারপতি পাচ্ছেন। ত্রিপুরা উচ্চ আদালতের নতুন প্রধান বিচারপতি হচ্ছেন ইন্দ্রজিৎ মোহাস্তি। তিনি রাজস্থান উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। তাঁর জায়গায় রাজস্থান উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি হচ্ছেন বিচারপতি এ এ কুরেশি। শনিবার দেশের রাষ্ট্রপতি বিচারপতি নিয়োগের এই নির্দেশিকাটি জারি করেছেন। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে আলোচনা করেই এই তালিকা দেওয়া হয়েছে। আগেই সুপ্রিম কলেজিয়াম কোর্টের বিচারপতিদের বদলির তালিকা তৈরি করেছিল। ত্রিপরা ছাডাও

সিকিম, হিমাচলপ্রদেশের মতো রাজ্যগুলি নতুন প্রধান বিচারপতি পাচ্ছে। দেশের আইনমন্ত্রী কিরেণ রিজিজু তার সামাজিক মাধ্যমে এই কথা জানিয়েছেন। কেন্দ্রের আইন এবং বিচার বিভাগীয় দফতরের অতিরিক্ত সচিব রাজিন্দর কাশ্যপ ত্রিপুরা উচ্চ আদালতে প্রধান বিচার পতি হিসেবে ইন্দ্রজিৎ মোহান্তিকে দায়িত্ব নেওয়ার বিজ্ঞপ্তিটি জারি করেছেন। এর কপিও চলে এসেছে ত্রিপুরা উচ্চ আদালতে বলে জানা গেছে। এদিকে, এলাহাবাদ উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি হচ্ছেন রাজেশ বিন্দল। মেঘালয়ের উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি হচ্ছেন রঞ্জিত ভি মুড়ে, তেলেঙ্গানার প্রধান বিচারপতি হচ্ছেন সতীশ চন্দ্র শর্মা, কলকাতার প্রধান বিচারপতি হবেন ত্রিপুরা উচ্চ আদালতের হচ্ছেন প্রকাশ শ্রীবাস্তব, মধ্যপ্রদেশের

প্রধান বিচারপত হচ্ছেন আরভি মলিমথ, কর্ণাটকের প্রধান বিচারপতি হচ্ছেন রিতুরাজ অবস্তি, গুজরাটের প্রধান বিচারপতি হচ্ছেন অরবিন্দ কুমার, এবং অন্ধ্রপ্রদেশের প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব পেলেন প্রশান্ত কুমার মিশ্র। অন্যদিকে ত্রিপুরা এবং রাজস্থান ছাডাও মধ্যপ্রদেশের প্রধান বিচারপতি মহম্মদ রফিক হিমাচলপ্রদেশের উচ্চ আদালতে বদলি হয়েছেন। বিচারপতি বিশ্বনাথ সমাদ্দার সিকিম উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি হিসেবে বদলি হয়েছেন। ছত্তিশগড় উচ্চ আদালতে প্রধান বিচারপতি হিসেবে বদলি হলেন এ কে গোস্বামী। ২০১৩ সালে ত্রিপুরা উচ্চ আদালত গঠন হয়েছিল। এখন পর্যন্ত ৫জন প্রধান বিচারপতি পেয়েছে ত্রিপরা। বিচার পতি ইন্দ্রজিৎ মোহাস্তি ৬ নম্বর প্রধান বিচারপতি।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

গলায় একটি টিউমার ধরা পড়ে। ছেলেকে ডাক্তার দেখিয়েছিলেন অনেকবার। অবশেষে ডাক্তাররা জানিয়ে দেয় টিউমারের অপারেশন লাগবে। আর এই অপারেশন করতে গেলে অনেক টাকা লাগবে। তাই টাকার অভাবে সকল রাজ্যবাসী এবং রাজ্য এখনো পর্যন্ত অপারেশন করতে সরকারের কাছে অত্যন্ত পারেনি ছেলে দীপের। ফুটফুটে দীপ যতই বড় হচ্ছে, তার গলার টিউমারটিও দিন দিন বড় হচ্ছে। হতদরিদ্র সুনীলের পরিবার কোনরকমভাবে দিন গুজরান করছে। নুন থাকলেও ভাতের জোগাড় করতে হিমশিম খেতে

সুনীলের ছোট ছেলে দীপের অভাব-অনটনের মাঝে কি করে সুনীল তার ছোট ছেলের টিউমারের অপারেশন করাবে? ছেলের অসুস্থতার এই দৃশ্চিস্তা সুনীলের পরিবারটিকে কুড়ে কুড়ে খাচেছ। এদিকে সুনীলের স্ত্রী সাবিত্রী বোনাজ হাতজোড় করে বিনম্রভাবে অনুরোধ করেছেন তাদের ছোট্ট ফুটফুটে ছেলে দীপ বোনাজের চিকিৎসার জন্য যেন সাহায্য করে। এখন দেখার বিষয় হল, রাজ্যের মানুষ এবং রাজ্য সরকার এই হতদরিদ্র পরিবারের ছোট্ট শিশু দীপ বোনাজের চিকিৎসার জন্য কতটুকু

ছেলের চিকিৎসার জন্য মানবিক আবেদন

বিশালগড়, ৯ অক্টোবর।। অর্থের অভাবে এক হতদরিদ্র মা-বাবা তার নিজের সাডে তিন বছরের শিশুসন্তানের টিউমার অপারেশন করাতে পারছেন না। কমলাসাগর বিধানসভা কেন্দ্রের সেকেরকোট গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা সুনীল বোনাজ। তিনি অন্যের গাড়ি চালিয়ে যে কয়টা টাকা রোজগার করেন, সেই টাকা দিয়ে কোনরকম সে নিজের সংসার টিকিয়ে রেখেছেন। উনার পরিবারে স্ত্রী-সহ দুই ছেলেসস্তান রয়েছে। বড় ছেলের নাম জয়দীপ বোনাজ এবং ছোট ছেলের নাম

দীপ বোনাজ। গত দুই বছর আগে হচেছ সু নীলবাবুর। এত সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। বিপজ্জনক অবস্থায় খুঁটি, অসহায় ব্যবসায়ী



কলম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৯ অক্টোবর।। সরকারের এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার প্রয়াসকে কিছুতেই আমল দিতে নারাজ এক শ্রেণির কর্মচারী। তার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ উঠে এলো বিলোনিয়া মহকুমার ঋষ্যমুখ বিধানসভার অন্তর্গত রতনপুর বাজার এলাকায়। অভিযোগ, প্রশস্ত রাস্তা নির্মাণ করার তাগিদে সাধারণ মানুষের জীবনকে তোয়াক্কা না করে শুধুমাত্র দায়সারা ভাব নিয়ে বিদ্যুৎ দফতরের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে দফত রের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকরা। প্রতিনিয়ত বিদ্যুতের সমস্যার কথা তো বলে শেষ করা যাবে না। দফতরের এরূপ গাফিলতির প্রকৃষ্ট প্রমাণ মেলে

গিয়ে মাটি কাটার ফলে। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ১১০০০ ভোল্টেজ লাইট পোস্ট সম্পূৰ্ণভাবে ঝুঁকে রয়েছে সাধারণ মানুষের জীবন কেড়ে নেওয়ার জন্য। অথচ মৌখিক এবং লিখিতভাবে দফতরের আধিকারিক এর নিকট আর্জি জানালেও- বিগত সাত দিন যাবত টনক নড়েনি দায়িত্বরত দফতরের কর্মচারীদের। এই খামখেয়ালিপনায় যেকোনো সময়ে ঘটে যেতে পারে বড় ধরনের দুর্ঘটনা। প্রসঙ্গত, দোকানের উপর ঝুঁকে থাকা ১১০০০ ভোল্টেজের এস টি লাইন এর কথা উল্লেখ করে-দোকান মালিক রাজেন্দ্র ত্রিপুরা দফতরকে বারবার অনুরোধ করা সত্তেও দপ্তরের কর্মচারীদের দোকান মালিকের উপর বিরক্তি

প্রকাশ করে দোকান মালিককে দফতরের কর্মচারী জানান ল্যাম্পপোস্ট যখন ভেঙে পড়বে তখন নাকি ব্যবস্থা নেওয়া হবে' এমনই মন্তব্য করেছেন বলে জানান অভিযোগকারীরা। পাশাপাশি দোকান মালিক এও বলেন, রাত্রিকালীন সময়ে আনন্দ ত্রিপুরা নামে এক নিকট আত্মীয় এই দোকানেই রাত্রিযাপন করেন, যেকোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটে গেলে এর দায়ভার কে নেবে। দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের এই ধরনের গাফিলতির পেছনে কি ধরনের মতলব লুকিয়ে আছে তা নিয়ে জনমনে প্রশ্ন উঠেছে। এটা কি সরকারের পরিচালনগত ত্রুটি নাকি সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করার প্রচেষ্টা তাই এখন দেখার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।



জোলাইবাড়ি থেকে বিলোনিয়া

জাতীয় সড়ক নির্মাণের কাজ করতে

SATYADEO NARAIN ARYA **GOVERNOR: TRIPURA**

ICA/D-1056/21



सत्यदेव नारायण आर्य राज्यपाल : त्रिपुरा October 08, 2021

MESSAGE

Durgapuja marks the eternal essence of the victory of good over evil and usher in hope and bright future. I hope that the festivity strengthens the spirit of unity and to fight against all evils. May "Maa Durga"- the deity of Shaktiguide all in the path of righteousness and bless all with peace, joy and prosperity.

I appeal to everyone to celebrate this festival and offer prayer maintaining social distancing measures in view of Covid-19 pandemic

I convey my greetings and best wishes to the people of Tripura and wish them a very happy and prosperous life in the days to come.

> Datus de Maria Ary (Satyadeo Narain Arya) 8 10 20

মানুষকে পরিশ্রুত পানীয় জল দিতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, বললেন সুশান্ত

অক্টোবর।। মানুষকে পরিশ্রুত পানীয় জল দিতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই লক্ষ্যেই জল জীবন মিশনে সারা রাজ্যে বাডি বাডি পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হচ্ছে।এই কাজ মিশন

স্বাস্থ্যবিধান দফতরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। পর্যালোচনা সভায় পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান মন্ত্ৰী সূশান্ত

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ৯ বিএসির চেয়ারম্যানগণ, জেলার প্রামর্শ দেন। এদিকে দক্ষিণ ত্রিপুরা উৎস তৈরির কাজ শেষ করতে হবে। বিভিন্ন মহকুমার মহকুমাশাসকগণ, জেলায় জল জীবন মিশন কর্মসূচির বিডিওগণ ও পানীয় জল ও অগ্রগতি নিয়ে শনিবার সাব্রুম নগর পঞ্চায়েতের সভাকক্ষে এক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন পানীয় জল ও



মুডে সম্পন্ন করতে হবে। শনিবার অমরপুর ডাকবাংলোয় জল জীবন মিশনে বাডি বাডি পানীয় জল সংযোগের অগ্রগতি নিয়ে গোমতী জেলাভিত্তিক এক পর্যালোচনা সভায় একথা বলেন পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। পর্যালোচনা সভায় গোমতী জিলা পরিষদের সভাধিপতি স্থপন অধিকারী. বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া, বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ, বিধায়ক রঞ্জিত দাস, বিধায়ক সিন্ধু চন্দ্র জমাতিয়া, পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান দফতরের সচিব কিরণ গিত্যে, জেলাশাসক ও সমাহর্তা রাভেল হেমেন্দ্র কুমার, জেলার বিভিন্ন পঞ্চায়েত সমিতি ও

চৌধুরী গোমতী জেলার জল জীবন মিশনের কাজের অগ্রগতির খোঁজখবর নেন। তিনি বলেন, জেলার প্রত্যেক বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়ার কাজ আগামী ৫ মাসের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। বাডি বাডি পানীয় জলের সুযোগ পৌছে দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রান্তিক এলাকাগুলিকে অধিক গুরুত্ব দিতে হবে। অ্যাসপিরেশনাল ব্লকগুলিকে পানীয় জলের উৎস তৈরির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে। সভায় মন্ত্রী শ্রীচৌধুরী জেলার গ্রামীণ এলাকায় জল জীবন মিশনে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়ার কাজ বিদ্যুৎ নিগম এবং পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান দফতরের মধ্যে সমন্বয় রেখে করার

স্বাস্থ্যবিধি মন্ত্রী সশান্ত চৌধুরী। সভায় পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধরী বলেন, ২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে প্রত্যেক বাডিতে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়ার কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। সভায় তিনি জল জীবন মিশনে হর ঘরমে জল কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য আগামী ৫ মাস জোর দিয়ে কাজ করার জন্য সংশ্লিস্ট দফতরের আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। সভায় পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী আরও বলেন, পানীয় জলের সমস্যা দূর করার জন্য বিভিন্ন দফতরের সাথে সমন্বয় রেখে কাজ করতে হবে। শুখা মরসুমের মধ্যেই পানীয় জলের

ফ্র্যুট নির্মাণের নামে শহরে প্রতারণার চক্র

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ অক্টোবর ।। শহরে ফ্ল্যাট তৈরি করে দেওয়ার নামে প্রতারণা শুরু হয়েছে। প্রতারকের চক্র ফ্ল্যাট তৈরির নামে এগ্রিমেন্ট করে ঠকাচ্ছেন অনেককে। এই ধরনের ঘটনায় একের পর এক মামলাও হচেছ। এবার আদালতে মামলা করলেন দশমীঘাট এলাকার বাসিন্দা মৌটুসী কর (রায়)। আগরতলার সিজেএম কোর্টে মামলাটি হয়েছে। পরে পূর্ব থানায় প্রতারণার অভিযোগে ভারতের দণ্ডবিধি ৪২০ এবং ১২০(বি) ধারায় মামলা নেওয়া হয়েছে। অভিযুক্তরা হলেন ধলেশ্বরের ৭ নং রোড এলাকার বাসিন্দা গৌতম চক্রবতী এবং ধলেশ্বর ৬ নং রোডের বাসিন্দা নিবেদিতা বৈদ্য। মৌটু সীর অভিযোগ, গৌতম চক্রবর্তী প্রকল্পের নাম করে আগরতলা পুর এলাকার ২৫ নং ওয়ার্ডে একটি জমিতে ফ্ল্যাট তৈরি করার কথা বলা হয়। এ নিয়ে ২০১৬ সালের ১১ নভেম্বর একটি চুক্তিও হয় মৌটুসীর সঙ্গে। চুক্তি অনুযায়ী ১১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হয়। ২২ মাসের মধ্যেই ফ্ল্যাট তৈরি করে দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত ফু্যাট তৈরি হয়নি। শুধু তাই নয়, টাকাও ফেরত দেওয়া হচ্ছে না। নিবেদিতা বৈদ্যের নামে পূর্ব আগরতলা থানায় আগে থেকেই একটি মামলা রয়েছে। ওই মামলার নম্বর ২১৫/১৯। নতুন করে আরও একটি মামলা হলো নিবেদিতার নামে। ঘটনার তদন্ত শুরু করে দিয়েছেন সাব ইন্সপেকটর মামন উল্লা।

SATYADEO NARAIN ARYA



सत्यदेव नारायण आर्य

08 अक्टूबर 2021

<u>संदेश</u>

माता दुर्गाजी की पूजा बुराई पर अच्छाई की जीत का शाश्वत सार है और आशा और उज्ज्वल भविष्य की शुरुआत करती है। मुझे उम्मीद है कि यह उत्सव एकता की भावना को मजबूत करता है और सभी बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ता है। "माँ दुर्गा" - शक्ति की देवी - सभी को धर्म के मार्ग में मार्गदर्शन करें और सभी को शांति, आनंद और समृद्धि का आशीर्वाद दें।

में सभी से अपील करता हूं कि इस त्योहार को मनाएं और कोविड -19 महामारी को देखते हुए सामाजिक दूरियों को बनाए रखते हुए प्रार्थना करें।

में त्रिपुरा के लोगों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और आने वाले दिनों में उनके बहुत सुखी और समृद्धि जीवन की कामना करता हूं।

> - wing annumberry (सत्यदेव नारायण आर्य) 🥸 🞾

স্থানীয় কাঞ্চনমালা গ্রাম পঞ্চায়েতে অনেকবার জানালেও কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে না। যার ফলে ছোট-বড় যান চলাচল থেকে শুরু করে মানুষজন পায়ে হেঁটে যাবার সুযোগটুকুও হারিয়ে ফেলেছে। সম্পূর্ণ রাস্তায় খানাখন্দে পরিণত হয়ে

থেকে রেগা প্রকল্পের মাধ্যমে বেশ কয়েকবার নামে-মাত্র কাজ করানো হয়েছিল। তাতে সমস্যার সমাধান হয়নি। বিশেষ করে কোন রোগীকে নিয়ে যেতে হলে জরুর পরিষেবার গাড়ি রাস্তায় আটক হয়ে যাচেছ। এই রাস্তার আশেপাশে অনেক পরিবারের বসবাস রয়েছে। কিন্তু রাস্তার এই বেহাল অবস্থার কারণে সাধারণ মানুষের জনজীবন বিঘ্নিত হচ্ছে। তাই এলাকার মানুষের দাবি, খুব কোথাও কোথাও জল জমাট বেঁধে দ্রুত যেন সরকার এই রাস্তাটি রয়েছে। আবার কোথাও কোথাও মেরামতের ব্যবস্থা করে।

একেবারে ধানের জমির মত পরিণত

হয়ে রয়েছে। যদিও স্থানীয় পঞ্চায়েত

ICA-D- 1056